কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 12 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৫ কলাম ... ২ ...

বিশেষ সাক্ষাৎকার ▷ নুরুল ইসলাম নাহিদ

# শিক্ষকদের সমস্যার সম্মানজনক সমাধান হবে

নিষ্ঠাবান রাজনীতিবিদ নুরুল ইসলাম নাহিদের জন্ম ১৯৪৫ সালের ৫ জুলাই সিলেটের বিয়ানীবাজার উপজেলার কসবা গ্রামে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু শিক্ষাজীবন। ষাটের দশকের শুরুতে সিলেট এমসি কলেজের ছাত্র থাকাকালে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী হিসেবে তাঁর সংগ্রামী জীবনের সূচনা। নুরুল ইসলাম নাহিদ তৎকালীন বৃহৎ ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিক পালন করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি প্রথম সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ ও বিয়ানীবাজার (সিলেট-৬) আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জাতীয় সংসদে তিনি ওই সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ২০০৮ সালে আবারও নির্বাচিত হলে তিনি সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পান। তাঁর উদ্যোগে প্রথমবারের মতো সব মহলের মতামতের ভিত্তিতে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' প্রণীত হয়। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নাহিদ তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং দায়িত্ব পান শিক্ষামন্ত্রীর। দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে কালের কণ্ঠ'র মুখোমুখি হয়েছিলেন **নুরুল ইসলাম নাহিদ**। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **আজিজুল পারভেজ**

**কালের কণ্ঠ :** অষ্টম বেতন কাঠামো নিয়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজের শিক্ষকরা আন্দোলনে। আপনি আন্দোলনরত শিক্ষকদের ব্যাপারে সহানুভূতিশীল, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এ অবস্থায় সমাধান নিয়ে আপনি কতটা আশাবাদী?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** নতুন বেতন কাঠামোর কারণে বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। এখন আর কেউ টাকার অভাবে পড়বেন না। বেতনের টাকায়ই ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ বিষয়টি আলোচিত না হয়ে অন্য বিষয় নিয়ে এখন আলোচনা হচ্ছে। শিক্ষকদের আমরা জাতির নিয়ামক শক্তি মনে করি। তাঁদের সর্বোচ্চ সম্মান-ইজ্জত-মর্যাদা দিতে চাই। তাই মন্ত্রিসভার বৈঠকে যেদিন নতুন বেতন কাঠামো অনুমোদন হয়েছে, সেদিনই একই সঙ্গে বেতন বৈষম্য নিরসন কমিটিও হয়েছে। কমিটি কাজ করছে। এখনো গেজেট হয়নি। একটু সময় লাগবে। সম্মানজনক সমাধান অবশ্যই হবে। শিক্ষা পরিবারের একজন কর্মী হিসেবে আমি শিক্ষকদের প্রতি অনুরোধ জানাব, ক্লাস-পরীক্ষা যাতে ব্যাহত না হয় সে ব্যাপারে তাঁরা সচেষ্ট থাকবেন। তা ছাড়া শিক্ষকদেরও মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে সচেতন হতে হবে, শিক্ষার প্রতি আত্মনিবেদিত হতে হবে।

**কালের কণ্ঠ :** শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আপনি শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামোর কথা বলে আসছেন, প্রধানমন্ত্রীও একমত; কিন্তু হচ্ছে না কেন?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো করতে গেলে সব ধরনের শিক্ষকদের স্বার্থের বিষয়টি দেখতে হবে। বিসিএস ক্যাডারের শিক্ষকরা তো এটা চান না। তা ছাড়া স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো করতে গেলে একটা কমিশন করতে হবে। সেই কমিশন কখন রিপোর্ট দেবে তার অপেক্ষায় থাকতে হবে। এর মধ্যে নতুন বেতন কাঠামোর সুবিধা থেকেও তাঁরা বঞ্চিত হবেন। এ অবস্থায় সবাই চাইলে বিষয়টি ভাবা হবে।

**কালের কণ্ঠ :** দেশে ৮৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান নিয়ে কোনো তদারকি নেই, টিউশন ফির ওপর নেই কোনো নিয়ন্ত্রণ, গবেষণা খাতেও তাদের আগ্রহ নেই, অথচ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে।

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** আমরা যখন দায়িত্ব নিই তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ৫৬টি। বেশ কয়েকটি ১৪-১৫ বছর পার করে দিলেও প্রতিষ্ঠাকালীন কোনো শর্তই পূরণ করেনি। অলিগলিতে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে চলত। আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ করেছি। তবে দুটি বিষয়ে তখন আমাকে কম্প্রোমাইজ করতে হয়েছে। টিউশন ফির ব্যাপারে ইউজিসির (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) অনুমোদন ও অর্থ কমিটির প্রধান উপাচার্যকে রাখার বিষয়টি শেষ পর্যন্ত করা যায়নি। আমাদের উদ্যোগের ফলে ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় এরই মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাসে চলে গেছে, ১৭টি আংশিক গেছে, ১৫টি বাদে বাকি সবাই জমিও কিনেছে। যেসব বিশ্ববিদ্যালয় সার্টিফিকেট বিক্রি করে তাদের অনুমোদন বাতেয়াপ্ত করা হয়েছে, কিন্তু তারা উচ্চ আদালতের স্টে-অর্ডার নিয়ে চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আমরা রিপোর্ট চেয়েছি, তার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খাত এখন অনেক প্রসারিত। প্রায় সাড়ে চার লাখ শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছে। এর মধ্যে এক হাজার ৬০০ বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মান আরো উন্নত করতে হবে। স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ ও গবেষণায় আরো জোর দিতে হবে। নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল হচ্ছে, তদারকি জোরদার হবে। ইউজিসিকেও শক্তিশালী করার চেষ্টা আছে। এটাকে রূপান্তর করে উচ্চশিক্ষা কমিশন আইন মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপন করা হয়েছিল। আরো পর্যালোচনার জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে। এটা নিয়ে কাজ চলছে।

**কালের কণ্ঠ :** শিক্ষানীতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন কত দূর? আপনার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক দর্শন অনুসারে একমুখী শিক্ষার যে স্বপ্ন, সেটা কতটা পূরণ করতে পারলেন?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** আমার সৌভাগ্য যে এ দেশের প্রথম শিক্ষা আন্দোলন ১৯৬২ সালে প্রথম মিছিলে আমি ছিলাম। আর সর্বমহলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গেও রয়েছি। শিক্ষানীতিতে আমরা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের উপযোগী করতে জ্ঞানসমৃদ্ধ ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে চাই। শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, কিছু বাস্তবায়ন হয়েছে, কিছু অব্যাহত আছে। আপনারা লক্ষ করবেন, আমাদের উদ্যোগের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এসেছে। একটি শিক্ষা ক্যালেন্ডার হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস শুরু হচ্ছে, পরীক্ষা হচ্ছে, ফলও বেরিয়ে যাচ্ছে। বিনা মূল্যের বই পৌঁছে যাচ্ছে যথা সময়ে। প্রায় শতভাগ শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ছেলেমেয়ের সমতার লক্ষ্য এরই মধ্যে অর্জিত হয়েছে। যা আগে কখনো চিন্তাও করা হতো না। এখন আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ মানসম্মত শিক্ষা, বিশ্বমানের শিক্ষা।

**কালের কণ্ঠ :** শিক্ষানীতি অনুসারে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি ও মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত হওয়ার কথা; কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো অগ্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে না...

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি ও মাধ্যমিক শিক্ষা দ্বাদশ শ্রেণিতে উন্নীত করার কথা। সে লক্ষ্যে আমাদের কাজ অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টি বাস্তবায়নের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। পর্যায়ক্রমে এটা বাস্তবায়িত হবে।

> আমাদের অনেক ভুলত্রুটি-সীমাবদ্ধতা আছে। সবার সহযোগিতা নিয়েই আমরা কাজ করছি। যখন কেউ আমাদের প্রশংসা করেন তখন তা সবার সাফল্য হিসেবেই দেখি। কোনো ভুলকে বিভ্রান্তি হিসেবে না ছড়িয়ে সংশোধন করে দেওয়াটা জরুরি। আমরা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণসম্পন্ন, জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছি, তার মূলশক্তি আমাদের শিক্ষকরা। কিন্তু মেধাবীরা শিক্ষকতায় কম আসছেন, আর ভালো শিক্ষকরা ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট কিংবা কোচিংয়ে পড়াচ্ছেন

**কালের কণ্ঠ :** পুরনো জেলা পর্যায়ে বিখ্যাত সব সরকারি কলেজ রয়েছে। কিন্তু নতুন করে সরকারি উদ্যোগে আর কোনো কলেজ হচ্ছে না। কলেজ পর্যায় থেকে সরকার কি হাত গুটিয়ে নিল?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** এটা ঠিক নয়। ৭০টি বাছাই করা কলেজে অবকাঠামোর উন্নতি করেছি। নতুন দেড় হাজার কলেজের অবকাঠামোগত উন্নতি হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে ছিল। তাকে নতুনভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ করে বিভাগীয় পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ লাখ শিক্ষার্থী ছিল, তা ১০ লাখ করার লক্ষ্য ঠিক করেছি। সারা দেশে ১৭২টি থানায় সরকারি কলেজ রয়েছে, আরো ৩১৭টি কলেজ সরকারি করা হচ্ছে, শিক্ষার্থীরা যাতে ভালো শিক্ষক পায় সে জন্য। আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে, বাজেটের অভাব আছে। তার পরও দেশবাসীর সহযোগিতা নিয়ে আমরা অনেক কাজ করছি।

**কালের কণ্ঠ :** যত্রতত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা যাবে না, প্রতিষ্ঠান করার আগেই অনুমোদন নিতে হবে—এ বিধান করতে যাচ্ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। তা কোন পর্যায়ে আছে? কোন এলাকায় কোন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দরকার, তা নির্ধারণ করে উদ্যোক্তাদের আহ্বান জানানোর মতো কোনো পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** একটি বিধিমালা হিসেবে এটি করার কথা ছিল। এখন শিক্ষা আইনের আওতায় বিষয়টি নিয়ে আসা হয়েছে। শিক্ষা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।

**কালের কণ্ঠ :** ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর টিউশন ফি নির্ধারণ করে দেওয়ার ব্যাপারে উচ্চ আদালতের একটি নির্দেশনা আছে। এটি ঝুলে আছে কেন?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** এটি বেশ জটিল প্রক্রিয়া। ইংরেজি মাধ্যমের উদ্যোক্তাদের এ ব্যাপারে ভিন্নমত আছে। আমরা সমঝোতার মাধ্যমে এটি করতে চাচ্ছি। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

**কালের কণ্ঠ :** মফস্বল পর্যায়ের সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষকরা থাকতে চান না। শিক্ষক সংকটের কারণে পড়ালেখা হয় না। এ অবস্থায় সরকার আরো নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান সরকারি করতে যাচ্ছে। নতুনগুলোতেও যে একই অবস্থা হবে না তা নিশ্চিত হবে কিভাবে?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** এটা ঠিক, অনেকে সরকারি চাকরিতে এসে নিজের পছন্দমতো জায়গায় থাকতে চান। তাঁরা ক্ষমতাবানদের সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করেন। তাঁদের মোটিভেশন করার চেষ্টা করছি। তাঁদের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করছি। আমি শিক্ষকদের কাছে আরো ডেডিকেশন আশা করব।

**কালের কণ্ঠ :** সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছেন, সবাই এটাকে ভালো বললেও শিক্ষকরা এ বিষয়টি ভালোভাবে বোঝেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষকদের যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তাও পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ। আপনি কী ভাবছেন?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** আমাদের অনেক ভুলত্রুটি-সীমাবদ্ধতা আছে। সবার সহযোগিতা নিয়েই আমরা কাজ করছি। যখন কেউ আমাদের প্রশংসা করেন তখন তা সবার সাফল্য হিসেবেই দেখি। কোনো ভুলকে বিভ্রান্তি হিসেবে না ছড়িয়ে সংশোধন করে দেওয়াটা জরুরি। আমরা নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণসম্পন্ন, জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলার যে লক্ষ্য স্থির করেছি, তার মূলশক্তি আমাদের শিক্ষকরা। কিন্তু মেধাবীরা শিক্ষকতায় কম আসছেন, আর ভালো শিক্ষকরা ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট কিংবা কোচিংয়ে পড়াচ্ছেন। আমাদের শিক্ষকদেরও এই নতুন পদ্ধতি শেখাতে হচ্ছে। শেখানোর মতো যথেষ্ট দক্ষ প্রশিক্ষকও নেই। অল্প সময়ের প্রশিক্ষণ দিয়ে সব কিছু শিক্ষককে শেখানোও কঠিন। তাই প্রয়োগে যে সমস্যা তা সামনে আসবেই। আমরা শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিয়েছি। মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ে তিনটি প্রকল্প চালু আছে। টেকনিক্যালেও আছে তিনটি প্রকল্প। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও একটি প্রকল্প রয়েছে। আমরা সারা দেশের ১০ লাখ শিক্ষককে ট্রেনিং দিয়েছি সৃজনশীল বিষয়ে। আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

**কালের কণ্ঠ :** মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারের প্রচুর উদ্যোগ থাকলেও কওমি ধারার মাদ্রাসাগুলোর ওপর সরকারের কোনো তদারকি নেই। এ ব্যাপারে সরকার কি হাল ছেড়ে দিয়েছে?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** মাদ্রাসা শিক্ষায় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। মাদ্রাস শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদা অন্য শিক্ষকদের চেয়ে কম ছিল। আমরা সমান করেছি, আধুনিক শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করেছি। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও বাংলা ইংরেজি, কম্পিউটার, ফিজিকস শিখছে। এখন অফিসার কিংবা ডাক্তার হতে বাধা নেই। মাদ্রাসায় পড়ে বেকার থাকবে না। আমাদের আগের বিএনপি সরকার ইসলামের কথা বলে। অথচ তাদের আমলে পাঁচ বছরে মাদ্রাসায় একটি ভবনও হয়নি। আমরা এক হাজার ৩০০ ভবন করেছি। আরো এক হাজার হচ্ছে। শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের জন্য ইনস্টিটিউট করা হয়েছে। ১০০ বছরের পুরনো দাবি মাদ্রাসাগুলোর দেখভালের জন্য অ্যাফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় আমরা করে দিয়েছি। কওমি ধারার মাদ্রাসাগুলো স্বাধীনভাবে চলে। তাদের রয়েছে পাঁচটি আলাদা বোর্ড। তারা তাদের সার্টিফিকেটের জন্য স্বীকৃতি চায়। আমরাও দিতে চাই। এ জন্য আলোচনা চলছে।

**কালের কণ্ঠ :** কোচিং বাণিজ্য বন্ধে অনেক কথা হলো, বাস্তবে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই কোচিং সেন্টারে পরিণত হয়েছে। ক্লাসে আর পড়ালেখা হয় না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কী?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** শিক্ষকরা নিবেদিতপ্রাণ না হলে এটা সম্ভব হবে না। তাঁরাই তো জাতি তৈরি করবেন। তাঁদের কাছ থেকেই তো মানুষ নৈতিকতা শিখবে। আগে বেতন কম থাকার অজুহাত ছিল। এখন তো বেড়েছে। কি শিক্ষকের কারণে সবার বদনাম হচ্ছে। আমি আশা করব নিজেদের সম্মান মান-মর্যাদা রক্ষায় শিক্ষকরাই আরো সচেতন হবেন।

**কালের কণ্ঠ :** শিক্ষক নিয়োগে বাণিজ্য বন্ধের জন্য পিএসসির আদলে প্রতিষ্ঠা গঠনের কথা বলেছিলেন। সেটা কোন পর্যায়ে আছে?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য 'নন-গভর্নমেন্ট টিচার্স সিলেকশন কমিশন (এনটিএসসি) গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটি সেমিনার করে ব্যাপারে সবার মতামত নেওয়া হবে।

**কালের কণ্ঠ :** শিক্ষা আইন কত দূর?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** সবার মতামত নিয়ে শিক্ষা আইনের খসড়া চূড়ান্ত ক হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠকে উত্থাপনের পর্যায়ে রয়েছে।

**কালের কণ্ঠ :** বর্তমানে আপনার মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার খাত কী কী?

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** প্রথমত, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ শিক্ষার গুণগত ম উন্নয়ন। এর জন্য আমাদের হাতে কোনো ম্যাজিক নেই। উন্নত শিক্ষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, বেসিক শিক্ষা সবার জন্য, যা কাজে লাগবে। তৃতীয়ত, দ জনবল তৈরি। এ জন্য আমরা কারিগরি শিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছি। চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেধাবীদের জন্য গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি। আমরা চ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন জ্ঞান সৃষ্টি হবে, যা জাতি প্রয়োজনে কাজে লাগবে। এর মাধ্যমেই আমরা বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দে পরিণত করতে চাই।

**কালের কণ্ঠ :** সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

**নুরুল ইসলাম নাহিদ :** কালের কণ্ঠকেও ধন্যবাদ।